কালের কণ্ঠ

তারিখ 24 DEC 2015
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৫

নোবিপ্রবিতে শিবির সন্দেহে দুজনকে পিটিয়েছে ছাত্রলীগ

প্রক্টরকে অব্যাহতি

নোয়াখালী প্রতিনিধি ▷

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (নোবিপ্রবি) ক্যাম্পাসে এবার শিবির সন্দেহে এক হিন্দু শিক্ষার্থীকে পিটিয়েছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। ফলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। গতকাল বুধবার বিকেলে ভাষাসৈনিক আব্দুস ছালাম হলে এ ঘটনা ঘটে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. নেওয়াজ মোহাম্মদ বাহাদুরকে অব্যাহতি দিয়ে ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক মুশফিক হোসেনকে প্রক্টর নিয়োগ করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, নোবিপ্রবির ফলিত গণিত বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী জাকারিয়া ও একই বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী প্রীতম ভৌমিক গতকাল দুপুর ২টার সময় পরীক্ষার প্রবেশপত্র আনতে আব্দুস সালাম হলের অফিস কক্ষে যান। সে সময় ফার্মাসি বিভাগের চতুর্থ ব্যাচের শিক্ষার্থী ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল হামিদ বাপ্পির নেতৃত্বে বায়েজিদ নেওয়াজ, মাহবুবুর রহমান রাপসি, জাহিদুর রহমান নাঈমসহ ১০-১৫ জনের একদল ছাত্রলীগকর্মী শিবির সন্দেহে জাকারিয়া ও প্রীতমকে ধরে হলের ভেতরে নিয়ে যায়। পরে বাপ্পি ও তার অনুসারীরা বেধড়ক পিটিয়ে তাঁদের মারাত্মক আহত করে। খবর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ঘটনাস্থলে গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় দুই শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। হামলাকারীরা জাকারিয়ার একটি দামি মুঠোফোন ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

হামলার বিষয়ে জানতে আব্দুল হামিদ বাপ্পির সঙ্গে কথা বলতে তাঁর মুঠোফোনে একাধিকবার কল করে বন্ধ পাওয়া যায়।

প্রক্টর, নিয়াজ মোহাম্মদ বাহাদুর ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আহত দুই শিক্ষার্থীকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন, শিবির বিতাড়িত করার নামে একজন সনাতন ধর্মাবলম্বীকে মারধর করার বিষয়টি খুবই দুঃখজনক। তাঁকে অব্যাহতি দেওয়ার কথাও তিনি স্বীকার করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মমিনুল হক বলেন, ঘটনার সময় রিজিয়ন বোর্ডের সভা চলছিল। তিনি ওই সভায় ছিলেন বলে বিস্তারিত জানেন না।

রেজিস্ট্রার বলেন, প্রক্টর ড. নেওয়াজ মোহাম্মদ বাহাদুরকে অব্যাহতি নতুন প্রক্টর নিয়োগ করা হয়েছে। অধ্যাপক মুশফিক হোসেনকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সুধারাম থানার ওসি মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।